স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ডিজিটাল করণ প্রকল্প

আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার মান আগের তুলনায় এখন অনেক ভাল অবস্থায় রয়েছে। তার একটি কারন হলো আমাদের দেশের সরকার এখন শিক্ষার দিকে ব্যাপক নজদাড়ি করছে। সরকার দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য অনেক পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। বর্তমান সরকারের তত্ত াবধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে এসেছে অনেক আধুনিকতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে সর্ব প্রথম আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিনত করতে হবে ডিজিটালে। সরকারের এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টার সাথে আমরাও একজন সহযোগী হিসেবে আমাদের ভ, মিকা রাখতে চাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ডিজিটাল করার লক্ষ্যে আমাদের এই প্রকল্প।

প্রকল্প এলাকাঃ

দিনাজপুর জেলার কাহারোল ও বীরগঞ্জ উপজেলার সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ঃ

প্রকল্পের লক্ষ্য হলো উন্নত দেশ গুলোর মতো দিনাজপুর জেলার কাহারোল ও বীরগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ডিজিটালের আওতাভুক্তে আনা। যার ধারাবাহিকতায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যপরিচালনায় আনাহবে আরও সহজ ও যুগোপযোগী কার্যপ্রনালী ব্যবস্থা। যার ফলে সারা বাংলাদেশের মধ্যে কাহারোল ও বীরগঞ্জ উপজেলা হবে একটি রোল মডেল।

প্রকল্পের সুবিধা ঃ

১) স্কুল-কলেজের জন্য যদি একটি ওয়েবসাইট সব থেকে বেশি সুবিধা দিয়ে থাকে সেটার নাম হলো স্কুল বা কলেজের সকল ডিটেলস যা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে পারবেন সারা জীবনের জন্য।

অর্থাৎ স্কুলের সকল স্টুডেন্টদের ইনফর্মেশন, সকল স্টুডেন্টদের ফ্যামিলির ইনফর্মেশন, টিচারদের ইনফর্মেশন, এককথায় সকল ইনফরমেশন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে।

২) একটি স্কুল বা কলেজের ওয়েবসাইট আরও যেই সুবিধা গুলো দিয়ে থাকে সেটার মধ্যে অন্যতম আর একটি সুবিধা হল স্টুডেন্টদের জন্য ওয়েবসাইটে রেজাল্ট পাবলিশ করতে পারা এবং প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা ওয়েবসাইট থেকে তাদের পরীক্ষার রেজাল্ট অনলাইনের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই দেখতে পারবে।

যেটার ফলস্বরুপ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতিটি ক্লাস রুমে গিয়ে সেই ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট দেখাতে হবে না বরং অনলাইনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজেই তাদের রেজাল্ট দেখে নিতে পারবে।

৩) আরেকটি বড় সুবিধা সেটি হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ থাকার ফলে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, কমিটির সদস্য ও সরকার মাসিক ও বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব খুব সহজেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নজরদারি রাখতে পারবে। এছাড়াও ছাত্র ছাত্রীদের থেকে উত্তোলনকৃত যে কোন প্রকার ফিস গ্রহণের হিসাব, কোন ছাত্র কত টাকা দিল, কোন ছাত্র কত টাকা দিল না, কোন ছাত্রের কত টাকা বাকি রইল, সকল হিসাব রাখা যাবে খুব সহজেই।

৪) উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজনগণ ওয়েবসাইট নিয়মিত তদারকি করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দিতে পারবেন খুব সহজেই।

৫) ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ও শিক্ষকগণ নির্ধারিত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে দেখতে পারবেন। বাহিরের কোন ব্যবহারকারী কোন অবস্থাতেই এই তথ্যগুলো দেখতে পারবেনা।

৬) প্রতিদিন ক্লাস শুরুর প্রথম ঘন্টার মধ্যে শ্রেণি অনুসারে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির সংখ্যা ওয়েবসাইটে আপডেট থাকবে। এছাড়া কতজন শিক্ষক উপস্থিতি বা অনুপস্থিত সেটিও আপডেট থাকবে।

৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মন্ধে তথ্য, কনটেন্ট, প্রতিষ্ঠানের ভূমির তফসিল এবং তার সাথে ভূমির মালিকানা তথ্য, যদি ভূমিটি দানকৃত হয় সেটির উল্লেখ, প্রতিষ্ঠানের ভবন এবং কক্ষ সংখ্যা, শিক্ষার্থীর জন্য এভেইলেবল আসন, যানবাহন ও অন্যান্য সুবিধা যা প্রতিষ্ঠানটি দিয়ে থাকে এসব তথ্য ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৮) এছাড়া মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও কম্পিউটার ল্যাব সম্পর্কিত তথ্য, কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য সুযাোগ সুবিধা যেগুলো সরকার শিক্ষা প্রতিষ্টানগুলোতে দিয়ে থাকে সেগুলো সম্পর্কে তথ্য, পরিচ্ছন্নতা, শরীরচর্চা স্যানিটেশন নিয়ে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, প্রতিষ্ঠানটিতে পঠিত বিষয় ও সিলেবাস, বিগত বছরগুলোর প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলসমূহ, প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির তথ্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে ওয়েবসাইটে।

এছাড়া এমন কোন তথ্য যা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বহন করে সেগুলো ওয়েবসাইটে থাকতে হবে।

৯) প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সেখানকার ক্লাস রুটিন, একাডেমিক ক্যালেন্ডার যা বাৎসরিক ছুটির তালিকা সহ প্রনীত, অভ্যান্তরীন যেসব পরীক্ষা হয় সেগুলোর ফলাফল, টি.সি, প্রসংসাপত্র ইত্যাদি গ্রহণের নিয়ম, , জরুরী যেকোন নোটিশ, শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সকল প্রকার রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠানের প্রাত্যহিক কালেকশন, অথা একাউন্টস ও সকল প্রকার হিসাব ব্যবস্থাপনা, ঊষবপঃৎড়হরপ ওহঃঃৎঁপঃরড়হ গধহঁধষ, ব-নড়ড়শ ঊহমষরংয ভড়ৎ ঃড়ফধু এর খরংঃবহরহম ঃবীঃ, ইত্যাদি থাকবে।

১০) বর্তমান প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে মোবাইল ও স্মার্টডিভাইসের ব্যবহারে অনেক বেশি আধিক্য দেখা যায়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটি হবে সম্পুর্ন রেসপন্সিভ যাতে করে যেকোন মাপের (স্ক্রিন রেজুলেশন) ডিভাইসের জন্য সেটি উপযোগী হয়। এতে করে যেকেউ যেকোন ডিভাইস দিয়ে সহজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটি দেখতে পারবে।

আরও সুবিধার মধ্যে রয়েছে ঃ

১১) শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম ওয়েবসাইটে থাকবে। এখানে থেকে ফরমটি ডাউনলোড করে বিভিন্ন তথ্য পুরন করে শিক্ষার্থীরা জমা দিতে পারবেন।

১২) বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ৩য়-৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের ছবিসহ ডাটাবেজ।

১৩) ছাড়পত্র, প্রসংসাপত্র, প্রতয়নপত্র, টটলিস্ট ইত্যাদি তৈরির ব্যাবস্থা।

১৪) কর্মরত জনবল ও শুন্যপদের তথ্য।

১৫) বিভিন্নপ্রকার কন্টেন্ট ডাউনলোড কর্নার।

১৬) কার্যনির্বাহী পরিষদ, একাডেমিক কাউন্সিলের পরিচিতি, ওয়েবসাইটে অনলাইন ভিজিটর ও মোট ভিজিটর কাউন্টার।

১৭) অনলাইনে ভর্তিপরিক্ষা ব্যাবস্থাপনা ও শিক্ষার্থী ভর্তিকার্যক্রম অনলাইনে ব্যাবস্থা করা।

১৮) প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপুর্ন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক।

১৯) ফটোগ্যালারী, প্রতিষ্ঠান প্রধানের বানী, প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ইমেইল করার অপশন ও যোগাযোগের ঠিকানা।

২০) কৃতিশিক্ষার্থিদের তথ্য, প্রাক্তন প্রতিষ্ঠান প্রধানগনের তথ্যাবলী ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাবলিক পরিক্ষার ফলাফল।

প্রকল্পের মোট ব্যয় ঃ

এই প্রকল্পের আওতায় কাহারোল ও বীরগঞ্জের মোট ২০০টি সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ১টি ওয়েবসাইট ও ১টি সফটওয়্যার প্রদান করা হবে। প্রতিটি ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের মোট মূল্য ২০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা। ২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই হিসেবে মোট ব্যয় হবে ৪০,০০০,০০/- (চল্লিশ লক্ষ) টাকা।

উপসংহার ঃ

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরও একধাপ। এবং দিনাজপুরের কাহারোল ও বীরগঞ্জ উপজেলা হবে বাংলাদেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরুপ।

সর্বপরি আমরা আমাদের এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দিনাজপুর কাহারোল ও বীরগঞ্জ উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের নিকট সহযোগিতা ও সরকার কর্তৃক উক্ত ব্যয়ের আর্থিক বরাদ্দ কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠানের নাম ও সীল

প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও সীল